HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০১ সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা
টপিক ০২: সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ
টপিক ০৩: সামাজিক পরিবর্তনের কারণ
টপিক ০৪: সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব
টপিক ০৫: সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব
টপিক ০৬: সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক
টপিক ০৭: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমাজ সংগঠনটি হচ্ছে মানুষের এমন একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যা পরস্পরের সম্পর্ক, সহযোগিতা, প্রতিযোগিতা এবং পরিবর্তনশীলতার মধ্য দিয়ে টিকে থাকে। মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিকসহ যাবতীয় কার্যাবলি সমাজকে ঘিরেই সম্পন্ন হয় এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটে। সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি স্থির নয়। এটি প্রবাহমান নদীর মতো। এটি প্রতি মুহূর্তে ছুটে চলে। এ ছুটে চলার মধ্য দিয়েই সমাজ পরিবর্তিত হয়। আর এ পরিবর্তনশীলতার কারণেই মানবসমাজ আদিম বর্বর অবস্থা অতিক্রম করে আধুনিক অবস্থায় উপনীত হয়েছে। এ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজ অনাগত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। এ অধ্যায়ে সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন দিক এবং সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন ও উন্নয়নের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সাধারণ অর্থে পুরানো এবং ঐতিহ্যবাহী অবস্থা থেকে ব্যতিক্রম কোনো অবস্থা বা রীতিনীতিতে উপনীত হওয়াকে পরিবর্তন বলা হয় এবং কালের আবর্তনে সমাজে বসবাসরত মানুষের আচার-আচরণ, সংস্কৃতি-সভ্যতা, রুচিবোধ, মূল্যবোধ, পারস্পরিক সম্পর্ক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের রদবদল ঘটা বা সমাজের এক স্তর থেকে অন্য স্তরে রূপান্তরিত হওয়া। সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ কেউ সমাজব্যবস্থার আংশিক (Partial) আবার কেউ কেউ সামগ্রিক (Total) অংশের পরিবর্তনের কথা বলেন।

সামাজিক পরিবর্তন ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কখনো কোনো সমাজ কোনো ক্ষেত্রে উন্নতির দিকে এগিয়ে যায় আবার কখনো কোনো সমাজ কোনো ক্ষেত্রে নিম্নগামী হয়। কখনো কোনো সমাজে নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটে আবার কখনো পুরাতনের পুনরাবৃত্তি হয়। সমাজের এ পরিবর্তনের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও পরিবর্তন ঘটে। সামাজিক পরিবর্তনকে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে সমাজবিজ্ঞানী Maclver and Page তাদের 'Society' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "Society is becoming, not being, a process not product." (সমাজ গতিশীল, স্থিরকৃত ধারণা নয়, এটি হলো একটি প্রক্রিয়া-কোনো ফলশ্রুতি নয়)।

সমাজবিজ্ঞানী গার্থ ও মিল (Girth and Mill) সামাজিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন, "By social change we refer it whatever may happen in the course of time to the roles, the institutions or the orders comprising a social structure their emergence, growth and decline." (সামাজিক পরিবর্তন কথাটি দ্বারা আমরা একটি সামাজিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ভূমিকা, আচার-ব্যবস্থায় সময়ভেদে সংঘটিত বিবর্তনের উদ্ভব, বিকাশ ও অবলুপ্তি বুঝিয়ে থাকি)।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী John. M. Shepard তার 'Sociology' গ্রন্থে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বলেছেন, "Social change is the alterations in social structures that have long-term and relatively important consequencs." (সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজকাঠামোর অভ্যন্তরে সংগঠিত ওইসব রদবদল বা পরিবর্তনকে বোঝায় যার দীর্ঘমেয়াদি এবং আপেক্ষিক অর্থে গুরুত্বপূর্ণ ফলশ্রুতি রয়েছে)।

সমাজবিজ্ঞানী রবার্টসন 'Sociology' গ্রন্থে সামাজিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে বলেছেন, "Social change is the alteration in patterns of social structure, social institutions and social behaviour over time." (সময়ের ব্যবধানে সামাজিক আচরণ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি সমাজকাঠামোর ধরনের মধ্যে যে রদবদল বা পরিবর্তন ঘটে তার নামই সামাজিক পরিবর্তন)।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

হার্বার্ট স্পেনসারের (Herbert Spencer) মতে, একটি সহজ ও সাধারণ সংগঠন থেকে সমাজ ক্রমশ রূপান্তরিত হয়েছে একটি জটিল কাঠামোতে, আবার ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক পরিবর্তনের গতি ব্যাহত হওয়ার ঘটনাও ঘটতে পারে এবং বাস্তবে ঘটে থাকে।

অধ্যাপক জিন্সবার্গের মতে, ('By social change I understand a change in social structure, e.g. the size of the society, the composition of balance of its parts or the type of its organization The term social change must also include changes in attitudes and beliefs.') অর্থাৎ, "সামাজিক পরিবর্তন বলতে আমি বুঝি সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনকে; অর্থাৎ সমাজের পরিধি, তার বিভিন্ন অংশের গঠন বা ভারসাম্য তার গঠন বিন্যাসের প্রকৃতির পরিবর্তন। দৃষ্টিভঙ্গি বা বিশ্বাসের পরিবর্তনও সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার অন্তর্ভুক্ত।"

অধ্যাপক জিন্সবার্ট সামাজিক পরিবর্তনের ধারণার মধ্যে সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ বা ব্যক্তির বিশ্বাস, আদর্শ প্রভৃতির পরিবর্তনকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানী রস (Ross) পরিবর্তনকে মৌলিক সামাজিক পরিবর্তন না বলে এটিকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি আমেরিকার প্রেক্ষাপটে সামাজিক পরিবর্তনের চারটি ধরন উল্লেখ করেছেন। যথা-(ক) গণতন্ত্রের উন্নতি, (খ) নারী মুক্তি, (গ) বিবাহবিচ্ছেদের ক্রমবৃদ্ধি এবং (ঘ) জনগণের ক্রমবর্ধমান বহিরাগমন।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী রজার্স (Rogers) সামাজিক পরিবর্তন বলতে এমন একটি প্রক্রিয়াকে নির্দেশ করেছেন, যার মাধ্যমে সামাজিক ব্যবস্থার কাঠামো এবং ক্রিয়ার পরিবর্তন হয়। ("Social change is the process by which alteration occurs in the structure and function of social system.") সামাজিক ক্রিয়া ও সমাজকাঠামো পরস্পর গভীরভাবে সম্পৃক্ত এবং একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে।

সমাজবিজ্ঞানী হবহাউজ (Hobhouse)-এর মতে, মানুষ বুদ্ধি দ্বারা পার্থিব শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক উন্নতি সাধন করতে পারে।

সমাজবিজ্ঞানী এলউড (Ellwood)-এর মতে, সমাজ বিকাশের প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের অজ্ঞাতসারেই সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হতো; কিন্তু পরবর্তী পর্যায়গুলোতে সামাজিক পরিবর্তনের মূলে রয়েছে যৌক্তিক ও উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা।

সামাজিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে এম. ডেভিস (M. Devis) বলেছেন, "By social change is meant only such alterations as a occur in social organization that is the structure and function of society." (সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা সামাজিক সংগঠনে বিকল্প তথা সমাজের কাঠামো এবং কর্মকাণ্ডে যেসব বিকল্প সংঘটিত হয় তা বোঝায়)। সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজকে সহজ থেকে ক্রমে জটিল অবস্থায় পদার্পণকে বুঝিয়েছেন।

সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল কোয়েনিগ-এর মতে, “সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফলেই সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়।" তার ভাষায়, "Social change refers to the modifications which occur in the life patterns of the people." (মানুষের জীবনপ্রণালিতে যেসব পরিবর্তন ঘটে তা-ই সামাজিক পরিবর্তন।)

'এনসাইক্লোপেডিয়া অব সোস্যাল সায়েন্স' গ্রন্থে বলা হয়েছে, "সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজকাঠামোর পরিবর্তন, যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকে আচরণ পদ্ধতি, মূল্যবোধ এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তন।” কোনো কোনো সমাজতাত্ত্বিকগণ সামাজিক পরিবর্তন দ্বারা সমাজের বিশেষ কোনো পরিবর্তনকেও বুঝিয়েছেন। যেমন-মরিস জিন্সবার্গ সামাজিক পরিবর্তনকে বোঝাতে গিয়ে মানুষের নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন। অর্থাৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সংস্থা, মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় জীবনের সামগ্রিক পরিবর্তনই হচ্ছে সামাজিক পরিবর্তন। এ পরিবর্তন যেমন ইতিবাচক হতে পারে, আবার তেমনি নেতিবাচকও হতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০১ সামাজিক পরিবর্তনের ধারণা

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সামাজিক পরিবর্তনের সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে এর কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো-

সামাজিক পরিবর্তনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি বৈচিত্র্যময়। এ পরিবর্তন কখনো দীর্ঘস্থায়ী আবার কখনো ক্ষণস্থায়ী, কখনো একমুখী আবার কখনো বহুমুখী, কখনো পরিকল্পিত আবার কখনো অপরিকল্পিত, কখনো দ্রুত আবার কখনো মন্থর গতিসম্পন্ন, কখনো ইতিবাচক আবার কখনো নেতিবাচক হয়।

কিছু কিছু সামাজিক পরিবর্তন খুব দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন- সামাজিক বিপ্লব, যুদ্ধ, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ইত্যাদি। তবে সব সামাজিক পরিবর্তন একই গতিতে সম্পন্ন হয় না। কিছু কিছু সামাজিক পরিবর্তন অনেক মন্থরগতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তন অনেকটা অনিশ্চিত। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় না। কেননা সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে অনেক প্রভাবক কাজ করে। তাছাড়া এ প্রভাবক অনেকটা জটিল প্রকৃতির। সামাজিক পরিবর্তনের কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম বা ধারা নেই।

সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে। এ কারণগুলো বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তাছাড়া এগুলোর প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়ে থাকে। তারপরও সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহের মধ্যে পরম্পরা লক্ষ করা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সামাজিক পরিবর্তন সম্পূর্ণ সামাজিক বিষয়। তাই সামাজিক পরিবর্তনের ফলে জনজীবন প্রভাবিত হয়। অর্থাৎ সামাজিক পরিবর্তনের ফলে মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পরিবর্তন ঘটে।

সামাজিক পরিবর্তনকে সামাজিক সংস্কার বা পরিপূরক হিসেবেও গণ্য করা হয়। সমাজের বস্তুগত পরিবর্তনের ফলে সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে থাকে। যেমন মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তিত হলে খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটে। এ পরিবর্তন মানুষের সামাজিক সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটায়। যেমন আগেকার কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা এখন শিল্পায়িত সমাজে পরিবর্তিত হচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তন প্রকৃতির অন্যান্য পরিবর্তনের মতোই স্বাভাবিক। কেননা সামাজিক পরিবর্তন প্রকৃতিগতভাবেই আমাদের প্রয়োজন অনুসারে ঘটে থাকে। আবার কখনো এ পরিবর্তনের পিছনে সমাজস্থ মানুষের পূর্বপরিকল্পনা ও উদ্যোগ কাজ করে।

সামাজিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যসমূহ

সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি একটি সার্বজনীন বিষয়। কেননা সামাজিক পরিবর্তন সকল সমাজেই সংঘটিত হয়। তবে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে এর গতি, মাত্রা ও প্রভাবের পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কোনো সমাজে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয় আবার কোনো সমাজে মন্থরগতিতে সম্পন্ন হয়। কখনো সামাজিক পরিবর্তনের ফলে সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক খুব বেশি প্রভাবিত হয়। আবার কিছু সামাজিক পরিবর্তন সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে খুব কমই নাড়াতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এটি যেকোনো সময় ঘটতে পারে। সামাজিক পরিবর্তনের নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। সামাজিক পরিবর্তন কখনো কখনো সময় বা যুগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংঘটিত হয়। আবার কখনো যুগের সাথে তাল মেলাতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তনের সহায়ক উপাদানগুলোও পরিবর্তিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৩ সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

সামাজিক পরিবর্তন একটি জটিল প্রক্রিয়া। অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত যেভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটছে ভবিষ্যতেও পরিবর্তনের এ ধারা অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞানীগণ অভিমত প্রকাশ করেন। সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। মরিস জিন্সবার্গ (Morris Ginsberg) সামাজিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। যেমন-

১. ব্যক্তির সচেতন উদ্দেশ্য ও তার সিদ্ধান্ত।

২. সমাজের মৌল কাঠামোগত পরিবর্তন, যা উৎপাদন শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের মধ্যে রূপান্তর ঘটায়।

৩. ঔপনিবেশিক শাসন ও তার প্রভাব।

৪. ব্যক্তির কার্যাবলি যা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত।

৫. বাহ্যিক প্রভাব যেমন- সাংস্কৃতিক যোগাযোগ এবং যুদ্ধ।

৬. জনসমষ্টির কোনো সাধারণ বিশেষ ইচ্ছার উন্মেষ যেমন- জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ স্বাধীনতাকামী জনসমষ্টি বা উন্নয়নের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজনৈতিক দল ও সম্পৃক্ত জনতা।

৭. প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের প্রভাব (যেমন- নেপোলিয়ন, হিটলার, লেনিন, মাওসেতুং, মহাত্মা গান্ধী) বা গোষ্ঠীর প্রভাব।

৮. বিভিন্ন আর্থ-রাজনৈতিক উপাদানের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিশেষ সামাজিক শক্তির সূচনা যেমন- সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

পি. জিসবার্ট (P. Gisbert)-এর মতে, সামাজিক পরিবর্তনের কতকগুলো মাধ্যম বা বাহন বিদ্যমান। এ পরিবর্তনগুলো সামাজিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। এগুলো হলো-

১. বংশগতি ও পরিবেশ (Heredity and environment),
২. সংস্কৃতি ও সভ্যতা (Culture and civilization),
৩. নরগোষ্ঠী (Race),
৪. সামাজিক স্তরবিন্যাস (Social stratification) এবং
৫. শিল্পায়ন (Industrialization) ।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী রবার্ট বার্স্টেড (Rober Biersted) তার 'Social Order: An Introduction to Sociology' গ্রন্থে সামাজিক পরিবর্তনের কতকগুলো বিশেষ কারণ উল্লেখ করছেন। যেমন-

ক. ভৌগোলিক কারণ,
খ. জৈবিক কারণ,
গ. জনসংখ্যা,
ঘ. রাজনৈতিক ও সামরিক কারণ,
ঙ. যান্ত্রিক কারণ,
চ. অর্থনৈতিক কারণ,
ছ. মহৎ ব্যক্তির ভূমিকা।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ নিচে আলোচনা করা হলো-

প্রাকৃতিক কারণ : কখনো কখনো প্রাকৃতিক কারণেই সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। বিশ্ব সৃষ্টির পর থেকেই ভূপ্রকৃতির অবিরাম পরিবর্তন ঘটে চলছে। এ পরিবর্তন খুবই ধীরগতিতে সংঘটিত হয় বলে সচরাচর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু ভূপ্রকৃতির এ পরিবর্তন মানুষের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটায়। আবহাওয়ার ক্রমপরিবর্তন, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি কারণে মরু অঞ্চলের যাযাবর জাতি এখন সভ্য জাতিতে পরিণত হয়েছে। ভৌগোলিক পরিবেশ সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমরা যদি অতীত ইতিহাস লক্ষ করি তাহলে দেখা যাবে, অনুকূল পরিবেশে সভ্যতা বিকশিত হয়েছে সবচেয়ে বেশি। ভৌগোলিক পরিবর্তন, আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে। পরিবেশে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোনো স্থান থেকে কোনো সমাজকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। অথবা কোনো সমাজে হঠাৎ করে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

অর্থনৈতিক কারণ: সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। উৎপাদন ব্যবস্থা ও অর্থনীতি হচ্ছে সমাজের মূলভিত্তি। অর্থনৈতিক কাঠামো মূলত উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। কোনো সমাজের উৎপাদনের উপকরণসমূহের সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে অর্থনৈতিক কাঠামো। এ উপকরণসমূহের কোনো একটির পরিবর্তনের কারণে গোটা অর্থব্যবস্থায় পরিবর্তন আসতে পারে। শিল্পায়নের ফলে গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক সমাজ আধুনিক শিল্প সমাজে পরিবর্তিত হয়। অর্থব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে মানুষের আচার-আচরণ, চালচলন ও দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

রাজনৈতিক কারণ: সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন। কোনো সমাজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বা রাজনৈতিক ঘটনা সে সমাজের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটায়। যেমন ইংল্যান্ডে বিপ্লবের ফলে রাজার ক্ষমতার স্থলে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চীন ও রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতন্ত্র যা সে দেশগুলোর সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে।

ধর্মীয় কারণ: ধর্ম সম্পর্কে মানুষের বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাজে যখন নানারকম অনাচার ও অসামাজিক কার্যক্রম বৃদ্ধি পায় তখন আদর্শ ও সুস্থ সামাজিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। হযরত মুহাম্মদ (স.), যীশুখ্রিষ্ট, গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ ব্যক্তিগণ ধর্মীয় বিশ্বাস সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন সাধনে সক্ষম হয়েছিলেন।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

মহৎ ব্যক্তিদের ভূমিকা: আন্দোলন বা বিপ্লব সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার। সতীদাহ প্রথা রোধ, নারী শিক্ষা, বিধবা বিবাহের প্রচলন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন বিলোপ ইত্যাদি বিষয়গুলো সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই অর্জিত হয়েছে। রুশ বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক স্তরবিন্যাস ও উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজের বিশিষ্ট চিন্তাবিদদের ভূমিকাকেও খাটো করে দেখা যায় না। সুশীল সমাজের সদস্যগণ তাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করে সমাজের সুগঠন, সংস্কার ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। যেসব ব্যক্তি দেশের সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে রক্ষা করেছেন সামাজিক পরিবর্তনে সেসব দায়িত্ববান দেশপ্রেমিকের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে এমন কিছু মহৎ ব্যক্তি জন্ম নেন যারা যুগসন্ধিক্ষণে বা দেশের সঙ্কটময় মুহূর্তে তাদের চিন্তাচেতনা, বিবেক, মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। এসব ক্ষণজন্মা ব্যক্তিগণ শুধু নিজের দেশকেই আলোকিত করেন না বরং তারা তাদের চিন্তাচেতনা দিয়ে পৃথিবীর সকল জাতিগোষ্ঠীকে সঠিক পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করেন। যেমন- মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এ. কে. ফজলুল হক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিগণ সমাজের ক্ষণজন্মা ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

সাংস্কৃতিক কারণ : কখনো কখনো সাংস্কৃতিক কারণেও সামাজিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। সংস্কৃতি হচ্ছে কোনো সমাজের সদস্যদের সেই সব বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সমষ্টি যা অন্যান্য সমাজ থেকে ওই সমাজের পার্থক্য নির্ণয় করে। মানুষের আচার-আচরণ, ন্যায়-অন্যায়বোধ, চিন্তাভাবনা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির মাধ্যমে কোনো সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে জানা যায়। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, সংস্কৃতির পরিবর্তনের ফলে মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। আর এ মানসিকতার পরিবর্তনই সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে।

অনুকরণপ্রিয়তা সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এ প্রবণতার কারণে মানুষ অন্য সমাজের বিধি ব্যবস্থা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে অনুসরণ করতে উৎসাহী হয়- যা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

প্রযুক্তিগত কারণ: সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন। সনাতন সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে উত্তরণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অবদান বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বাষ্পীয় ইঞ্জিন থেকে আজকের ইন্টারনেট, ই-মেইল, কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি, আর্থসামাজিক পরিবর্তন, উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন, অবকাঠামোগত পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলেই আজকের আধুনিক সমাজ শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধশালী এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের সর্বোচ্চ শিখরে আসীন হতে পেরেছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদির দ্রুত উন্নয়নের ফলে সারাবিশ্ব আজ 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এ পরিণত হয়েছে।

নতুন নতুন আবিষ্কার ও যন্ত্রপাতি সমাজব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং যন্ত্র সভ্যতা শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সূচনা করে। এসব আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের উৎকর্ষের সাথে সাথে শিল্প ব্যবস্থারও শহরাঞ্চলের প্রসার ঘটতে থাকে। ফলে সমাজে নানারকম পরিবর্তন আসে। ইংল্যান্ডে সংঘটিত শিল্প বিপ্লবের ফলে ইউরোপের সমাজকাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। আর্করাইটের সুতাকাটার কল আবিষ্কার বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠায়, জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন যাতায়াত ব্যবস্থায় ও শিল্পে অভাবনীয় পরিবর্তন আনয়ন করে। আধুনিক সভ্যতার প্রসারে এসব যান্ত্রিক আবিষ্কারের ভূমিকা অনন্য।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন: সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দাসনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমে যেমন সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল তেমনি সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের মাধ্যমেও সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়াকেও অনুরূপভাবে উল্লেখ করা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন: শিক্ষা মানুষের প্রকৃতি ও আচরণে পরিবর্তন আনে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে সুন্দর গুণগুলোকে ফুটিয়ে তোলে। আবার একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজকেও প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, শিক্ষা হচ্ছে সামাজিক শিক্ষাদানেরও একটি বিশেষ পদ্ধতি। একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই তার সামাজিক শিক্ষাদান শুরু হয়। এখানে শিশু হচ্ছে ছাত্র আর সমাজ হচ্ছে শিক্ষক। পরিবার, সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমেই এ শিক্ষাদান শুরু হয় ও চলতে থাকে। এ শিক্ষার পাশাপাশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মানুষের মাঝে সামাজিক আদর্শ, ভাবধারা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে এগুলো স্থায়ী রূপলাভ করে। শিক্ষার মাধ্যমে এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস ও সভ্যতা অন্য যুগে প্রবাহিত হয়। অতএব সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষা একটি মুখ্য কারণ। শিক্ষা মানুষের চিন্তাচেতনার উন্মেষ ঘটায়। এতে ধ্যানধারণার শ্রীবৃদ্ধি হয়। মানুষ অন্ধ কুসংস্কার ও যুক্তিহীন জীবনাচরণ থেকে বিরত থাকে। শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে, মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। আধুনিককালে বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ফলে জাপান, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ রাষ্ট্র ও সমাজ পরিবর্তনে বিপুল সফলতা লাভ করছে। বাংলাদেশও শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও বাস্তবমুখী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

প্রচারণা: সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বাহন হচ্ছে প্রচারণা। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলে খুব সহজেই তা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়-যা সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। যেমন বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার, বাল্যবিবাহ রোধ, পরিবার পরিকল্পনা, যৌতুক প্রথা রোধ, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলে বিষয়গুলো খুব সহজেই জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা: উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম একটি কারণ। যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না, তখন সমাজ ছিল অনগ্রসর ও অনুন্নত। অর্থব্যবস্থা ছিল কৃষিভিত্তিক। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা শিল্পায়িত সমাজে উন্নীত হয়েছে। ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সমাজের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

আদিমকালে মানুষ পায়ে হেঁটে চলাচল করত। কাঁধে-পিঠে নিজেদের মালামাল বহন করত। কিন্তু এভাবে বেশি মালামাল বহন করা যেত না। তাছাড়া এ ব্যবস্থা ছিল খুবই কষ্টকর। মানুষ চলাচল ও মাল বহনে সহজ ও দ্রুততর কোনো পরিবহণের কথা ভাবতে থাকে। ভাবনার ফলে আবিষ্কার হয় চাকা। চাকার উপর তৈরি গাড়ি পশুর সাহায্যে টেনে অথবা মানুষ নিজে ঠেলে অনেক বেশি মাল অল্প সময়ে বহন করতে সক্ষম হয়। তারা নিজেদের যাতায়াতের কাজেও এ গাড়ি ব্যবহার করতে থাকে। পানিপথে যোগাযোগ ও পরিবহণের জন্য আবিষ্কৃত হয় নৌকা, ভেলা ইত্যাদি। কিন্তু এসব যানবাহনও ধীরগতিসম্পন্ন ছিল বলে সময়ের সমস্যা মানুষের রয়েই যায়। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে এ সমস্যা কিছুটা দূর হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

জল ও স্থলপথে পরিবহণে এল পরিবর্তন। মোটরগাড়ি, জিপ, বাস, ট্রাক, ট্রাম, রেলগাড়ি এবং জাহাজ মালামাল ও পরিবহণে নিযুক্ত হলো। তারপর আকাশপথে চলাচলের জন্য আবিষ্কৃত হলো উড়োজাহাজ। ফলে স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও পরিবহণ সম্ভব হলো। এভাবে দ্রুত ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। সুদূর পল্লিগ্রামের কৃষিপণ্য শহরে আসে আবার কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্য গ্রামে যায়। এর কিছু যায় জাহাজ ও বিমানযোগে বিদেশে। দেশে দেশে আমদানি-রপ্তানি শুরু হলো। পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার ঘটায় উৎপাদন ও বণ্টন অধিকতর গতিশীল হয় এবং এ দুইয়ের মধ্যে সমতা আসে। মানুষের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আসে।

উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন: সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দাসনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তরের মাধ্যমে যেমন সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল তেমনি সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণের মাধ্যমেও সমাজের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রক্রিয়াকেও অনুরূপভাবে উল্লেখ করা যায়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন: শিক্ষা মানুষের প্রকৃতি ও আচরণে পরিবর্তন আনে। শিক্ষা মানুষের মধ্যে সুন্দর গুণগুলোকে ফুটিয়ে তোলে। আবার একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজকেও প্রভাবিত করতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, শিক্ষা হচ্ছে সামাজিক শিক্ষাদানেরও একটি বিশেষ পদ্ধতি। একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই তার সামাজিক শিক্ষাদান শুরু হয়। এখানে শিশু হচ্ছে ছাত্র আর সমাজ হচ্ছে শিক্ষক। পরিবার, সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমেই এ শিক্ষাদান শুরু হয় ও চলতে থাকে। এ শিক্ষার পাশাপাশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে সমাজের মানুষের মাঝে সামাজিক আদর্শ, ভাবধারা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে এগুলো স্থায়ী রূপলাভ করে। শিক্ষার মাধ্যমে এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইতিহাস ও সভ্যতা অন্য যুগে প্রবাহিত হয়। অতএব সমাজ পরিবর্তনে শিক্ষা একটি মুখ্য কারণ। শিক্ষা মানুষের চিন্তাচেতনার উন্মেষ ঘটায়। এতে ধ্যানধারণার শ্রীবৃদ্ধি হয়। মানুষ অন্ধ কুসংস্কার ও যুক্তিহীন জীবনাচরণ থেকে বিরত থাকে। শিক্ষা মানুষকে আত্মসচেতন করে তোলে, মনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটায়। আধুনিককালে বাস্তবমুখী শিক্ষাব্যবস্থার ফলে জাপান, জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ রাষ্ট্র ও সমাজ পরিবর্তনে বিপুল সফলতা লাভ করছে। বাংলাদেশও শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক ও বাস্তবমুখী করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

প্রচারণা: সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বাহন হচ্ছে প্রচারণা। কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সামনে রেখে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলে খুব সহজেই তা জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়-যা সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। যেমন বিদেশি পণ্য বর্জন করে দেশীয় পণ্য উৎপাদন ও ব্যবহার, বাল্যবিবাহ রোধ, পরিবার পরিকল্পনা, যৌতুক প্রথা রোধ, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলে বিষয়গুলো খুব সহজেই জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা: উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম একটি কারণ। যখন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না, তখন সমাজ ছিল অনগ্রসর ও অনুন্নত। অর্থব্যবস্থা ছিল কৃষিভিত্তিক। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সামাজিক পরিবর্তন দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছে। কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থা শিল্পায়িত সমাজে উন্নীত হয়েছে। ফলে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সমাজের মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

আদিমকালে মানুষ পায়ে হেঁটে চলাচল করত। কাঁধে-পিঠে নিজেদের মালামাল বহন করত। কিন্তু এভাবে বেশি মালামাল বহন করা যেত না। তাছাড়া এ ব্যবস্থা ছিল খুবই কষ্টকর। মানুষ চলাচল ও মাল বহনে সহজ ও দ্রুততর কোনো পরিবহণের কথা ভাবতে থাকে। ভাবনার ফলে আবিষ্কার হয় চাকা। চাকার উপর তৈরি গাড়ি পশুর সাহায্যে টেনে অথবা মানুষ নিজে ঠেলে অনেক বেশি মাল অল্প সময়ে বহন করতে সক্ষম হয়। তারা নিজেদের যাতায়াতের কাজেও এ গাড়ি ব্যবহার করতে থাকে। পানিপথে যোগাযোগ ও পরিবহণের জন্য আবিষ্কৃত হয় নৌকা, ভেলা ইত্যাদি। কিন্তু এসব যানবাহনও ধীরগতিসম্পন্ন ছিল বলে সময়ের সমস্যা মানুষের রয়েই যায়। বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে এ সমস্যা কিছুটা দূর হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

জল ও স্থলপথে পরিবহণে এল পরিবর্তন। মোটরগাড়ি, জিপ, বাস, ট্রাক, ট্রাম, রেলগাড়ি এবং জাহাজ মালামাল ও পরিবহণে নিযুক্ত হলো। তারপর আকাশপথে চলাচলের জন্য আবিষ্কৃত হলো উড়োজাহাজ। ফলে স্বল্প সময়ে যোগাযোগ ও পরিবহণ সম্ভব হলো। এভাবে দ্রুত ব্যবসায় বাণিজ্যের প্রসার ঘটতে থাকে। সুদূর পল্লিগ্রামের কৃষিপণ্য শহরে আসে আবার কলকারখানায় উৎপাদিত পণ্য গ্রামে যায়। এর কিছু যায় জাহাজ ও বিমানযোগে বিদেশে। দেশে দেশে আমদানি-রপ্তানি শুরু হলো। পরিবহণ ব্যবস্থার প্রসার ঘটায় উৎপাদন ও বণ্টন অধিকতর গতিশীল হয় এবং এ দুইয়ের মধ্যে সমতা আসে। মানুষের জীবনযাত্রার মানে পরিবর্তন আসে।

কোনো বিশেষ এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গত মানুষের সেবায় দ্রুত ত্রাণসামগ্রী পাঠানো সহজ হয়ে যায়। রোগে, দুর্ঘটনায় আর্ত মানুষকে শহরে বা হাসপাতালে প্রেরণ সহজ হলো। ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ ও নির্মাণসামগ্রী যথাসময়ে পাঠানো সম্ভব আসে। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার, ই-মেইল ও ভূউপগ্রহ প্রভৃতির সাহায্যে আজকাল মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীর যেকোনো স্থানে খবরাখবর প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভব।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ

গণমাধ্যম: সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম যেমন- পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন, বেতার ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণ ও সরকারের মধ্যে যোগাযোগ ও জনগণের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ সৃষ্টি হয়। সরকার জনগণের চাহিদা সম্পর্কে, জনগণ সরকারের অবস্থান সম্পর্কে এবং দেশে ও বিদেশে সরকারের ভাবমূর্তি সম্পর্কে জনগণ গণমাধ্যমের সাহায্যে খুব সহজেই অবগত হয়- যা গণসচেতনতা সৃষ্টি করে। এতে জনসাধারণের চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে- যা সামাজিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গণমাধ্যম অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তথ্য ও ভাব বিনিময়ের সাথে সাথে জ্ঞান অর্জনের উৎস হিসেবে কাজ করে। আধুনিক ছাপাখানায় বই-পুস্তক মুদ্রিত হয়ে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে বই-পুস্তক, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির মাধ্যমে জ্ঞানের প্রসার ঘটে। যেকোনো দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, ভাষা ও সাহিত্য এসবের মাধ্যমে অন্যদেশে বিস্তার লাভ করে। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতির আন্তঃবিনিময় ঘটে। এসব কারণেও সমাজে পরিবর্তন আসে।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়া আরও কতকগুলো উপাদান যেমন ব্যক্তির সচেতন উদ্দেশ্য ও দৃঢ়সংকল্প, ঔপনিবেশিক শাসন, জাতীয়তাবোধ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৪ সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ বিভিন্ন মতবাদ প্রদান করেছেন। T. B Bottomore সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. চক্রাকার মতবাদ (Cyclical Theory) এবং ২. রৈখিক মতবাদ (Linear Theory) ।

১. চক্রাকার মতবাদ: চক্রাকার মতবাদ অনুসারে সামাজিক পরিবর্তন চক্রাকারে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ সমাজ চক্রাকারে পরিবর্তিত হয়ে কিছু নির্দিষ্ট ধাপ অতিক্রম করে ঘুরেফিরে আবার আগের অবস্থানে ফিরে আসে। সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম প্রাচীন তত্ত্ব হলো এ চক্রাকার তত্ত্ব। চক্রাকার মতবাদের মধ্যে প্যারোটা, স্পেংলার, টয়েনবি, সরোকিন, ইবনে খালদুনের মতবাদ উল্লেখযোগ্য। চক্রাকার মতবাদের প্রথম প্রবক্তা অসওয়ার্ল্ড স্পেনগলার তার "The Decline of the west" গ্রন্থে প্রাচীন মিশর, গ্রিক, রোমান এবং অন্যান্য সভ্যতার উত্থান, অবস্থান ও পতন লক্ষ করে দেখিয়েছেন যে, সভ্যতা চক্রাকারে একটি বিশেষ স্থান হতে শুরু করে কতকগুলো স্তর পেরিয়ে সর্বশেষে নিজ আরম্ভস্থলে ফিরে আসে। তার মতে প্রত্যেক সভ্যতাই এমনি চক্রাকারে ঘূর্ণায়মান এবং তিনি মত প্রকাশ করেছেন যে, বর্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ অন্যান্য সভ্যতার পথ অনুসরণ করবে।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

স্পেনগলারের সমকালীন ঐতিহাসিক আরনল্ড টয়েনবি এবং চৌদ্দ শতকের বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানি ইবনে খালদুন তার সাথে একমত পোষণ করেছেন।

সমাজবিজ্ঞানি সরোকিন তার 'Social and Cultural Dynamics' গ্রন্থে বলেছেন যে, সভ্যতা প্রধানত তিনটি স্তর পেরিয়ে চরম রূপ নেয়। একে তিনি বিশেষ পদ্ধতি বলেছেন।

২. রৈখিক মতবাদ রৈখিক মতবাদ অনুসারে সামাজিক পরিবর্তন কোনো বাঁকাপথে না হয়ে একটি সরলপথে সম্পন্ন হয়। সরলরেখা যেমন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে শুরু করে কোনো দিক পরিবর্তন না করে নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়, রৈখিক মতবাদের অনুসারীদের মতে সামাজিক পরিবর্তনও তদ্রূপ সোজাপথ অনুসরণ করে চলে। যারা রৈখিক মতবাদে বিশ্বাস করেন তাদের মধ্যে অগাস্ট কোঁৎ, হার্বার্ট স্পেন্সার, হবহাউস এবং কার্ল মার্কস উল্লেখযোগ্য।

রৈখিক মতবাদকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. বিবর্তনবাদ (Evolutionery) ও ২. নির্ধারণবাদ (Deterministic)।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ জার্মান মনীষী কার্ল মার্কস সামাজিক পরিবর্তনের রৈখিক মতবাদ প্রদান করেছেন।

কার্ল মার্কস তার 'Das Capital' গ্রন্থে সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত মতবাদে সামাজিক কাঠামোকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১. মৌলিক কাঠামো (Basic Structure) ও ২. উপরিকাঠামো (Super Structure) ।

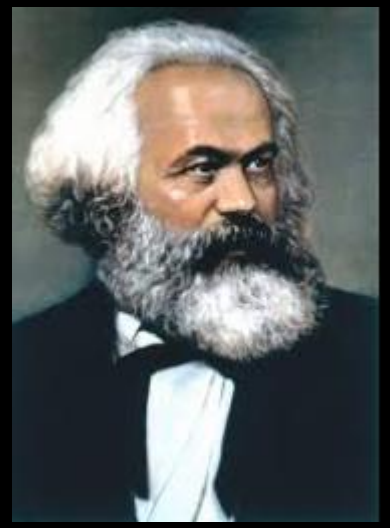

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

কার্ল মার্কসের মতে, অর্থব্যবস্থা বা উৎপাদন ব্যবস্থা হচ্ছে সমাজের মৌলিক কাঠামো। সামাজিক কাঠামোর অন্যান্য অংশকে তিনি উপরিকাঠামো বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা বা অর্থব্যবস্থার সাথে সমাজের অন্যান্য অংশের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে সমাজের অন্য সকল প্রতিষ্ঠানের যেমন রাষ্ট্র, পরিবার, ধর্ম, আইন ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটে। কার্ল মার্কস সমাজ পরিবর্তনের সূত্র আবিষ্কার করেন। আর সূত্রটির নাম সামাজিক বিবর্তনের তত্ত্ব। এ তত্ত্বকে আবার তিনটি সম্পর্কের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করেছেন। সেগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)

ক. প্রকৃতির রাজ্যে দ্বন্দ্ব (Dialectic of Nature): মার্কসের দ্বন্দ্ববাদ মূলত অবতারণা করেছেন দার্শনিক হেগেল। হেগেলের মতে, প্রকৃতির রাজ্যে যেমন আছে ঐক্যতান তেমনি আছে পরিবর্তনও। অর্থাৎ প্রকৃতির রাজ্যের প্রতিটি জিনিসের মধ্যে বৈপরীত্য আছে।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

খ. দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism): বস্তু জগৎই হচ্ছে একমাত্র জগৎ বা আদর্শ। মানুষ তার বস্তু জগৎকে চিন্তার মাধ্যমে জানতে চেষ্টা করে। মার্কসের দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূলকথা হলো বস্তুই একমাত্র সত্তা এবং গতি হলো তার স্বাভাবিক ধর্ম। বস্তুর অস্তিত্ব মনের ওপর নির্ভরশীল নয় বরং মনের অস্তিত্বই বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। মার্কস তার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ধারণা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Thesis, Anti-thesis এবং Synthesis-এ তিনটি নতুন ধারণার অবতারণা করেন। মার্কসের মতে, Thesis এবং Anti-thesis-এ দুটি অবস্থার মধ্যে বিরাজমান দ্বন্দ্বের ফলে নতুন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে Synthesis নামে মার্কস আখ্যায়িত করেন। এ Synthesis সময়ের পরিক্রমায় Thesis-এ পরিণত হয় এবং বিরাজমান বিপরীত অবস্থার সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে পুনরায় আরও একটি Synthesis-এর সৃষ্টি করে।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

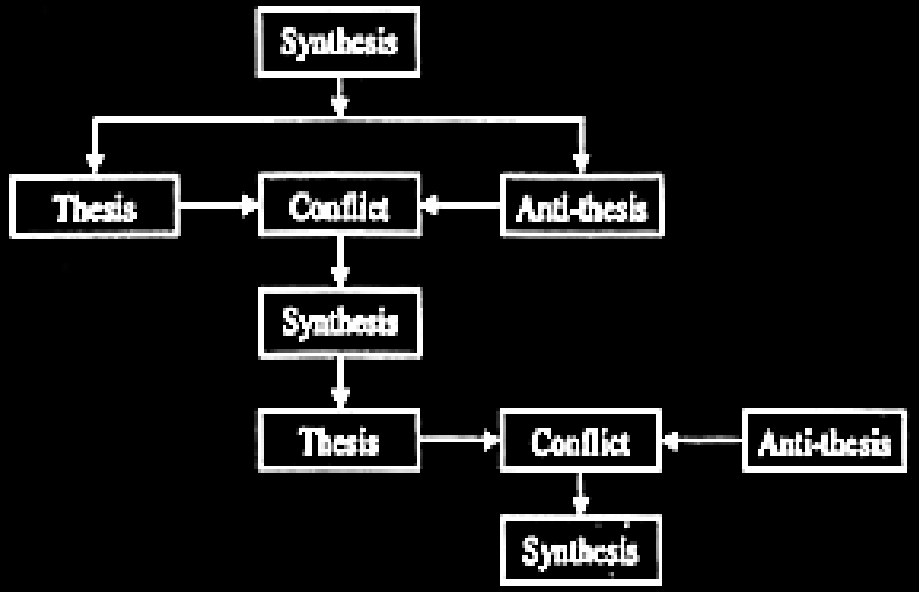

মানবসমাজের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের পর্যায়ক্রমিক ধারাকে মার্ক্সবাদীগণ দ্বন্দ্বের এ সূত্র দ্বারা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

গ. ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism): মার্কস তার দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ধারণা যখন মানব ইতিহাসে ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োগ করেন তখন তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদে পরিণত হয়। মার্কস সমাজ বিবর্তনের যে সাধারণ নিয়মসমূহ বিবৃত করেছেন তাকে বলা হয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। মূলত সমকালীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক পরিবর্তনের মূল নিহিত থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

মার্কস সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান হিসেবে আরও দুটি বিষয়কে মূল্যায়ন করেছেন। একটি হচ্ছে উৎপাদন ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে শ্রেণি সম্পর্ক। তার মতে প্রতিটি সমাজেই একটি বিশেষ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট এক ধরনের শ্রেণি সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নয়নের ফলে শ্রেণি সম্পর্কের মধ্যেও পরিবর্তন সাধিত হয়। উৎপাদন শক্তি শ্রেণি সংঘাতের রূপের মধ্যেও পরিবর্তন আনে। মূলত উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন একসময় উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে সাংঘর্ষিক রূপ নেয়। মার্কসের মতে, সমাজব্যবস্থা পাঁচটি স্তর অতিক্রম করেছে। যার প্রতিটি স্তরেই ছিল ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত। তার মতে, পঞ্চম স্তরটি 'চূড়ান্ত এবং আদর্শ'। কার্ল মার্কস প্রদত্ত সমাজের স্তরগুলো হচ্ছে-

১. প্রাচ্য বা এশীয় সমাজব্যবস্থা (Oriental or Asiatic Social System);
২. প্রাচীন সমাজব্যবস্থা (Ancient Social System);
৩. সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থা (Feudal Social System);
৪.পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা (Capitalistic Social System);
৫.সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা (Communistic Social System) ।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

মার্কসের মতে, প্রাচ্য বা এশীয় সমাজব্যবস্থা সবচেয়ে প্রাচীন। সেখানে সীমিত পরিসরে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শ্রমবিভাগ লক্ষ করা যায়। সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল না। উৎপাদন ছিল মূলত ভোগের জন্য অর্থাৎ বিক্রির উদ্দেশ্যে কোনো উৎপাদন হতো না। কেননা তখন সে সমাজে উদ্বৃত্ত উৎপাদন ছিল না।

প্রাচীন সমাজের উদ্ভব হয় তখন যখন পশু ও কিছু বিলাসজাত দ্রব্যে মানুষের ব্যক্তিগত মালিকানার আবির্ভাব ঘটে। এ সময় উৎপাদিত পণ্য ভোগের চাহিদা মিটিয়েও বাজারে বিক্রি করা যেত। ফলে উদ্ভব ঘটে বণিক শ্রেণির যারা প্রচুর ক্ষমতা ও সম্পদের মালিক হতে থাকে। ভূমি ও দাস এগুলোও মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদের আওতাভুক্ত হয়।

দাস বিদ্রোহের ফলে প্রাচীন প্রথা ভেঙে সামন্তপ্রথার উদ্ভব ঘটে। এখানে ভূস্বামীরা ছিলেন জমির মালিক, কৃষকেরা ছিলেন উৎপাদনের উপকরণের মালিক আর যন্ত্রপাতির মালিক ছিলেন কারিগর শ্রেণি।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

কালক্রমে মুদ্রার প্রচলন, মজুরির বিনিময়ে শ্রমিক নিয়োগ, নতুন নতুন প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক কলাকৌশল আবিষ্কার, নতুন বাজার সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে সামন্ত সমাজব্যবস্থা ভেঙে পুঁজিবাদী সমাজের পত্তন হয়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানা থাকে সমাজের অল্প কিছু মানুষের হাতে। মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী সমাজ পুঁজিপতি ও সর্বহারা এ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। এ সমাজের সর্বহারা শ্রেণি হচ্ছে শ্রমিকরা যারা বিভিন্নভাবে পুঁজিপতিদের হাতে নানাভাবে শোষিত হচ্ছে। উৎপাদনের মূল উপকরণগুলো পুঁজিপতিদের হাতে থাকায় শ্রমিকদের শ্রম ছাড়া বিনিময়ের আর কিছুই থাকে না।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

মার্কসের মতে, পুঁজিপতি বা বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব সামাজিক পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য একটি কারণ। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন ক্ষেত্রে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ফলে উৎপাদন খরচ কমে কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজিপতিদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়। পুঁজিপতিরা তাদের মুনাফা বৃদ্ধির আশায় তথ্যপ্রযুক্তিরও ব্যাপক উন্নয়ন সাধন করে। কিন্তু উৎপাদনে যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হওয়ায় শ্রমিক কম লাগে ফলে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হয়।

মার্কসের মতে, পুঁজিবাদেই পুঁজিবাদের ধ্বংসের বীজ নিহিত। অর্থাৎ পুঁজিরাদ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে তখন এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন ক্ষুদ্র পুঁজিপতি বৃহৎ পুঁজিপতিদের সাথে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় হেরে যায়। তাছাড়া পুঁজিপতি কর্তৃক সর্বহারাদের ক্রমাগত নিপীড়নের ফলে একসময় তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠবে এবং পুঁজিপতিদের সাথে সংঘাতে জড়াবে।

মার্কসের মতে, এ সংঘাতে পুঁজিবাদের ধ্বংস সাধন হবে। ফলে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এরপর ক্রমান্বয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্যবাদ। মার্কসের এ সাম্যবাদে কোনো রাষ্ট্র থাকবে না, শ্রেণিসংঘাত থাকবে না, থাকবে না কোনো প্রকার শোষণ-নিপীড়ন। এ সাম্যবাদে সবাই সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবে আর প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করবে।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

সমালোচনা: সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত মার্কসীয় তত্ত্ব ব্যাপক সমালোচেনার সম্মুখীন হয়েছেন। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ (R. M. Maclver and. C. H Page), অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) প্রমুখ সমাজবিজ্ঞানীর নাম মার্কসের তত্ত্বের সমালোচক হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কসবাদে কেবল উৎপাদন পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণের কথা বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দেশভেদে পৃথক প্রকৃতির হতে পারে এবং হয়। চিন্তাচেতনা, মূল্যবোধ, সমাজ-সংস্কৃতি প্রভৃতি সমজাতীয় হতে পারে বা হয়ও। সাম্প্রতিককালে অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার। আর এর ব্যাপক প্রভাবের ফলে বর্তমানে মানবসমাজের মূল্যবোধ, চিন্তাচেতনা, আচার-বিচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী এক অভিন্নতার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

মার্কসের তত্ত্ব

অর্থাৎ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অভিন্নতা অস্বাভাবিক নয়, নিতান্তই স্বাভাবিক'। বর্তমানের অধিকাংশ উন্নত দেশের উৎপাদনের উপাদান ও উৎপাদনের উপায়-পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে অল্পবিস্তর অভিন্ন রকমের। এ সমস্ত দেশের সামাজিক সম্পর্ক বা উৎপাদন সম্পর্ক অভিন্ন প্রকৃতির নয়।

সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম সূত্র হিসেবে মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক নীতির গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ বিতর্কের ঊর্ধ্বে। সামাজিক পরিবর্তনের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার প্রাসঙ্গিকতা অস্বীকার করা যায় না। সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনধারায় বিভিন্ন দিকের ওপর অর্থনৈতিক বিষয়ের গভীর প্রভাব প্রতিক্রিয়া অস্বীকার করা অসম্ভব।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

প্যারোটের তত্ত্ব

প্যারেটো সামাজিক পরিবর্তনের চক্রাকারধর্মী মতবাদ দিয়েছেন। প্যারেটো তার 'The Mind and Society' নামক গ্রন্থে সামাজিক পরিবর্তনের চক্রাকার বা এলিট তত্ত্বটি আলোচনা করেন। তার মতে, সমাজে এমন কিছু লোক থাকে যারা গতানুগতিক জীবনযাপন করতে চায়। প্যারেটো তাদেরকে অপ্রগতিশীল বলে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে, সমাজে আরেক ধরনের লোক থাকে যারা পরিকল্পনা গ্রহণ, সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। তারা উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্তে শক্তি ব্যবহার করেন এবং তারা পরিবর্তন আকাঙ্ক্ষী থাকেন। প্যারেটোর মতে, এরা হচ্ছেন প্রগতিশীল। ভিলফ্রেডো ফেডারিকো দামাসো প্যারেটো (Vilfredo Federico Damaso Pareto)। সমাজের অভিজাত শ্রেণি কীভাবে চক্রাকারে সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে মতবাদ দেন। প্যারেটো সমাজের মানুষকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। একটি হচ্ছে অভিজাতশ্রেণি (Elite) আরেকটি হচ্ছে অনভিজাতশ্রেণির (non-elite)।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

প্যারোটের তত্ত্ব

ক. অশাসক এলিট (Non-Governing Elite): প্রতিটি সমাজেই একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণি থাকে যারা সমাজের শীর্ষে অবস্থান করে; কিন্তু তাদের শাসন ক্ষমতা থাকে না। প্যারেটোর মতে, এরা অশাসক এলিট। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের বিরোধী দল।

খ. শাসক এলিট (Governing Elite): সমাজে আরও একটি শ্রেণি থাকে যারা সমাজে অধিষ্ঠিত থাকে। প্যারেটোর মতে, এরাই শাসক শ্রেণি বা শাসক এলিট। প্যারেটোর মতে, রাজনৈতিক শাসক এলিট আবার দুই প্রকার। যথা-

i. রাষ্ট্র ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করে এবং

ii. যারা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো না কোনো কারণে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যেতে পারেনি কিন্তু যেকোনো মুহূর্তে তারা ক্ষমতায় যেতে পারে। তার মতে, অভিজাত শ্রেণি বা শাসকশ্রেণি এবং অনভিজাতশ্রেণি বা শাসিতশ্রেণি সমাজে সবসময় বিদ্যমান থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

প্যারোটের তত্ত্ব

অভিজাতশ্রেণি (Elite) বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য ও গুণের অধিকারী যা তাদেরকে অভিজাতশ্রেণির উন্নীত করে। কিন্তু অভিজাতশ্রেণির (Elite) আজীবন তাদের এ গুণগুলোকে ধরে রাখতে পারে না। বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমান্বয়ে হারিয়ে ফেলার কারণে তাদের পতন ঘটে। অন্যদিকে, অনভিজাতশ্রেণি ক্রমান্বয়ে এ বৈশিষ্ট্যগুলো অর্জন করে অভিজাতশ্রেণির (Elite) স্থান দখল করে। এভাবে অভিজাত ও অনভিজাতশ্রেণির অবস্থান ও ক্ষমতা চক্রাকারে পরিবর্তিত হতে থাকে। একশ্রেণি ক্ষমতা হারায় এবং অন্যশ্রেণি সে ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতা হারানো এবং দখল এভাবে চক্রাকারে চলতে থাকে। প্যারেটো এই চক্রাকার ধারণাকে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

প্যারোটের তত্ত্ব

প্যারেটো বলেন, "History is the graveyard of aristocracy." অর্থাৎ ইতিহাস অভিজাততন্ত্রের সমাধিস্থল। তিনি তার তত্ত্বের ব্যাখ্যায় দেখিয়েছেন সমাজের এক শ্রেণির পতন এবং এর সঙ্গে আরও এক অভিজাত শ্রেণি গড়ে ওঠা এভাবে পতন ও উত্থানের মধ্যে ব্যক্তিদের ক্রিয়াশীলতা দ্বারা সামাজিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন। মূলত প্যারেটো এলিট শ্রেণিকে নিয়েই তার সূত্র ব্যাখ্যা করেন যেটিকে এলিট চক্র (Circulation of Elites) বলে অভিহিত করেছেন।

প্যারেটো এলিট চক্র তত্ত্বটির সাথে রেসিডিউসের সম্পর্ক বিদ্যমান। তবে তিনি তার প্রথম দুটি রেসিডিউস অর্থাৎ Instinact for combination এবং Persistence of aggregates-এর ওপর ভিত্তি করে এ তত্ত্বটি প্রদান করেন। এ তত্ত্বে তিনি যেমন সমাজজীবনের বস্তুগত সাফল্যকে তুলে ধরেছেন, তেমনি বস্তুগত সাফল্য অর্জনের জন্য মানব মনের যুক্তিহীন জগতের দুটি উপাদানের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন এবং সেগুলোকে মানুষের ক্রিয়াশীলতার কারণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্যারেটো মনে করেন সমাজের সকল পেশাতেই এলিট বর্তমান। তবে এদের সংখ্যা খুবই সীমিত। তিনি আরও বলেন, ওইসব ব্যক্তিরাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকবে যারা প্রথম শ্রেণির রেসিডিউস অর্থাৎ Instinct for combination-এর অধিকারী। যারা এ ধরনের রেসিডিউসের অধিকারী, তারা উদ্ভাবনী মনমানসিকতাসম্পন্ন এবং সামাজিক পরিবর্তনে আগ্রহী। তারা বুঝতে পারে সমাজের আবর্তনে তাই তারা এ পরিবর্তনের সাথে সংগতি স্থাপন করে চলতে সক্ষম হয়।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

প্যারোটের তত্ত্ব

প্যারেটো আরও বলেন, যারা পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে ক্ষমতায় থাকে তারাও দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকার পর আর এ পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণির রেসিডিউস অর্থাৎ Instinct for combination-এর পরিবর্তন হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির রেসিডিউস অর্থাৎ Persistence of Aggregates জাগ্রত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির রেসিডিউসের আবির্ভাবে তাদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ফলে তারা ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়। অপরদিকে, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় না থাকা অশাসকগোষ্ঠীর মধ্যে রক্ষণশীলতার পরিবর্তে পরিবর্তনশীল মনোভাব জাগ্রত হতে থাকে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে Instanct for combination অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করতে পারে। আর শাসক শ্রেণির এলিটরা অশাসক শ্রেণির এলিটদের স্থান দখল করে নেয়। এভাবে চক্রাকার বৃত্তের মধ্যে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় এলিট চক্রাকার আবর্তন। প্যারেটো এ চক্রাকার আবর্তনকেই সমাজ পরিবর্তনের সূত্র বলে অভিহিত করেছেন।

সামাজিক পরিবর্তনের তত্ত্ব

প্যারোটের তত্ত্ব

প্যারেটোর মতবাদ পর্যালোচনা করে বলা যায়, সমাজের পরিবর্তনের ধারা একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু এ ধারা অনেক সময় কালের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে এ পরিবর্তনের ধারা আবার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্বাবস্থানে ফিরে আসে। সমাজের কিছু ব্যক্তি বিশেষ কিছু গুণাবলি বা বৈশিষ্ট্য অর্জনের মাধ্যমে সমাজের শীর্ষ পর্যায়ে স্থান করে নেয়, আবার ঘটনাপ্রবাহে সেই অর্জিত গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো হারিয়ে প্রারম্ভিক অবস্থানে ফিরে আসে। অনেকটা সহজাত প্রবাহের মতো এ ঘটনা চক্রাকারে ঘটে চলছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৫ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

বিভিন্ন কারণে সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের এ কারণগুলো কিছু মৌলিক উপাদানের মধ্যে নিহিত থাকে। বহুবিধ আলোচনা ও বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

১. জৈবিক উপাদান (Biological factors);
২. প্রযুক্তিগত উপাদান (Technological factors);
৩. সাংস্কৃতিক উপাদান (Cultural factors);
৪. মনস্তাত্ত্বিক উপাদান (Psychological factor) এবং
৫. অর্থনৈতিক উপাদান (Ecological factors) ।

সামাজিক পরিবর্তনে এসব উপাদানের প্রভাব নিচে আলোচনা করা হলো-

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

জৈবিক উপাদানের প্রভাব

সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হচ্ছে জৈবিক উপাদান। জৈবিক উপাদান বলতে জন্ম-মৃত্যুহারের হ্রাসবৃদ্ধি ও তার সামাজিক ফলাফল ইত্যাদিকে বোঝায়। জনসংখ্যার আয়তন সামাজিক পরিবর্তনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। জনগণের গড় আয়ু, লোকসংখ্যার ঘনত্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে। আবার জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবা বিবাহ, কুসংস্কার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি: সমাজব্যবস্থার ওপর জনসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধির প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অপরিসীম ও সুদূরপ্রসারী। জনসংখ্যার -হ্রাসবৃদ্ধি সমাজজীবনের বিভিন্ন বিষয়কে প্রভাবিত করে। যেমন- অর্থনৈতিক অবস্থা, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সামাজিক মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, প্রথা-প্রকরণ প্রভৃতি।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

জৈবিক উপাদানের প্রভাব

জনসংখ্যার আয়তনের নির্ধারক যেকোনো দেশের জনসংখ্যার আয়তন বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। যেমন- জনসংখ্যা ও মৃত্যুসংখ্যার তারতম্য এবং অভিবাসন (Immigration) এবং প্রবাসন (Emigration)-এর আপেক্ষিকতা লোকসংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যে সমস্ত সামাজিক বিষয় প্রভাব প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, সন্তান উৎসর্গ প্রভৃতি সামাজিক প্রথা এবং জরা, ব্যাধি, মহামারি প্রভৃতি নিরাময়সংক্রান্ত সামাজিক কুসংস্কার। অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস (Kingsley Davis) তার 'Human Society' শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- "Fertility, morality and migration are all to a great extent socially determined and socially determining."

জন্ম-মৃত্যুর হার নিয়ন্ত্রণ: আধুনিককালের সভ্য সমাজের মানুষ অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার-বিবেচনার পরিপ্রেক্ষিতে সতর্ক মানুষ বহুবিদ গর্ভনিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে। অর্থাৎ এদের নীতি ও লক্ষ্য হলো জন্মের হার নিয়ন্ত্রণ ও মৃত্যুর হার হ্রাস।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

জৈবিক উপাদানের প্রভাব

জনসংখ্যার প্রকৃতি: সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার আয়তন ছাড়াও জনসংখ্যার প্রকৃতি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অনসংখ্যার বয়সভিত্তিক বিন্যাস ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিপন্ন হয়।

জীবনযাত্রার মানের ওপর অনসংখ্যার প্রভাব জনগণের জীবনযাত্রার মানের ওপরও জনসংখ্যার আয়তনের প্রভাব অনস্বীকার্য। টমাস রবার্ট ম্যালথাস (Thomas Robert Malthus)-এর মতে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে (Geometrical Progression) এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে (Arithmetical Progression)। এ কারণে কালক্রমে খাদ্যসামগ্রীর তুলনায় জনসংখ্যা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পায়।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

জৈবিক উপাদানের প্রভাব

অনসংখ্যার আয়তন বৃদ্ধি: (United Nation) জাতিসংঘের মতে, অদূর ভবিষ্যতে বিশ্বব্যাপী 'জনবিস্ফোরণ' (Population explosion) এর আশঙ্কা স্যাছে। আর্নল্ড গ্রিন (Amold Green) তার 'Sociology' শীর্ষক গ্রন্থে বলেন, "Economic growth will keep pace with population growth only when a sizable minority within a given population, are motivated to achieve. The countries, which now face an acute problem of population growth tend to lack such a minority," অর্থাৎ জনসংখ্যার বৃদ্ধির অনুষঙ্গ হিসেবে কতকগুলো বিষয়ের কথা বলা হয়। যেমন- নগরায়ণ (Urbanization)। এরকম গ্রামাঞ্চলে এবং এমনকি দেশ থেকে দেশান্তরে স্থানান্তর (migration) পরিলক্ষিত হয়। আবার জনসংখ্যার বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হলে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দেয়।

মানুষের মানসিকতার ওপর জনসংখ্যার প্রভাব: সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মানসিকতার ওপর জনসংখ্যার আয়তনের প্রভাব তাৎপর্যপূর্ণ। কোনো দেশের সীমিত সম্পদ অনুপাতে জনসংখ্যার আয়তন যদি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে অবস্থা অনুকূল থাকলে সাম্রাজ্যবাদী প্রবণতা ও সাময়িক মানসিকতার সৃষ্টি হওয়ার এবং তা বৃদ্ধি পাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। আবার দেশবাসীর মধ্যে এ মনোভাব পুনরায় জনসংখ্যার আয়তন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

প্রযুক্তিগত উপাদানের প্রভাব

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উপাদানের যথেষ্ট গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় প্রযুক্তিবিদ্যা বলতে সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থ থেকে অধিক এক যথোচিত মানসিক ও সামাজিক কাঠামোকে বোঝানো হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্ম বিপ্লব ও নবজাগরণের ফলে সমকালীন সামাজিক কাঠামোতে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হয়। পশ্চিমা দেশগুলো জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার ও প্রয়োগে সচেষ্ট হয়। এ প্রযুক্তিবিদ্যা সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আধুনিককালের শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা এবং বৃহদায়তনবিশিষ্ট শিল্পকারখানা হলো প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগের প্রত্যক্ষ ফল। প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

প্রযুক্তিগত উপাদানের প্রভাব

সবুজ বিপ্লব: প্রযুক্তির অপরিসীম প্রভাব কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রেও অনস্বীকার্য। বর্তমানে প্রযুক্তির কল্যাণে কৃষি উৎপাদনের ক্ষেত্রে অধিক ফলনশীল বীজ, সময়মতো সেচ, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার, উন্নত কলাকৌশল প্রভৃতির প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছে। চাষাবাদের ক্ষেত্রে এ বৈপ্লবিক পরিবর্তনকে বলা হয় সবুজ বিপ্লব।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আশীর্বাদে মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হয়েছে। বর্তমানে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রী অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হয়েছে। প্রযুক্তিগত কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে ও উপার্জন বৃদ্ধি করেছে সেই সাথে সাথে মানুষের শ্রমকে সহজ করেছে ও শ্রমের মান উন্নত করেছে।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

প্রযুক্তিগত উপাদানের প্রভাব

পরিবারের অর্থনৈতিক ভূমিকা হ্রাস: পরিবারের অর্থনৈতিক ভূমিকা হ্রাসের অন্যতম কারণ হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রয়োগ ও প্রসার। আগের দিনগুলোতে কুটির শিল্প ও পরিবারভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে বৃহদায়তনে কলকারখানার মাধ্যমে শিল্পকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার বহুল ব্যবহারের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক রূপান্তর ঘটেছে। যার ফলে পরিবারের অর্থনৈতিক ভিত্তি ও ভূমিকা হীনবল হয়ে পড়েছে।

পারিবারিক জীবনের ওপর প্রতিক্রিয়া: পারিবারিক জীবনের ওপর প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। মানবসমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে যৌথ পরিবার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার কথাও উল্লেখযোগ্য। প্রযুক্তিবিদ্যার পার্থিব বহু ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সমর্থ হয়েছে। ঠিক তেমনি আবার প্রযুক্তি বিভিন্ন পারিবারিক সমস্যারও সৃষ্টি করেছে। প্রযুক্তিবিদ্যার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক শান্তি বিপন্ন হয়েছে। যার পরিণতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

প্রযুক্তিগত উপাদানের প্রভাব

মানসিক কাঠামোর ওপর প্রতিক্রিয়া: মানুষের মানসিক কাঠামোর ওপরও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে মানুষ বর্তমানে যথেষ্ট বাস্তবধর্মী হয়েছে এবং সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের ও মানসিকতার মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেছে। এছাড়াও মানুষের চেন্তাচেতনা ও আচার বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে এবং বদলে গেছে মানুষের জীবনাদর্শ।

সামাজিক কাঠামোর ওপর প্রভাব: প্রযুক্তির প্রভাবে সামাজিক কাঠামোর ওপর ব্যাপক ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গ অনেক বেশি বাস্তববাদী। আবেগ, উচ্ছ্বাস ও সৌহার্দ সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেকাংশে অনুপস্থিত। সামাজিক ক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যা, গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের বিকাশ সাধনের ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

সরকারের ভূমিকার ওপর প্রভাব: বর্তমানে বড় বড় কলকারখানার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে কেন্দ্রীভূত উৎপাদন ব্যবস্থা। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়ন চালু হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ রকম আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে হয়।

ধর্মীয় জীবনের ওপর প্রভাব: ধর্মীয় জীবনের ওপর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে মানুষের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাচেতনার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের মন থেকে বিভিন্ন কুসংস্কারমূলক ধারণা ও অন্ধবিশ্বাস দূরীভূত হয়েছে।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব

মানবসমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হলো সংস্কৃতি। সংস্কৃতিকে সামাজিক পরিবর্তনের অন্তর্নিহিত বা পরোক্ষ উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সমাজব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। স্বভাবতই সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনকে অনিবার্য করে তোলে। সংস্কৃতি স্থিতিশীল নয়। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংস্কৃতি বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করে। এভাবে সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবসমাজের গতিশীলতা অব্যাহত থাকে।

ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে যত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার প্রত্যেকটির পিছনে সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা রয়েছে। সাংস্কৃতিক উপাদানের মাধ্যমে মানুষের চিন্তাচেতনা, নীতি আদর্শ, মূল্যবোধ ইত্যাদির পরিবর্তন সূচিত হয়। এভাবে সাংস্কৃতিক উপাদান সমাজের গতিশীলতা অব্যাহত রাখে।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব

সংস্কৃতি স্থিতিশীল নয়: পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংস্কৃতি বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করে এবং এভাবে সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবসমাজের গতিশীলতা অব্যাহত থাকে। কালের বিবর্তনের ধারায় সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়।

সংস্কৃতি ও প্রযুক্তি সামাজিক পরিবর্তনকে প্রভাবিত করে: সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রযুক্তিবিদ্যার পরিবর্তন প্রভাবিত হয়। প্রযুক্তির প্রকৃতি ও গতিপথ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় সমকালীন সমাজব্যবস্থার আদর্শ ও মূল্যবোধের দ্বারা। মূলত সামাজিক পরিবর্তন প্রযুক্তিবিদ্যা ও সংস্কৃতি উভয়ের দ্বারাই উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাব

সামাজিক পরিবর্তনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক উপাদান। মানুষের চিন্তাচেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আবেগ-অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়। মনস্তাত্ত্বিক উপাদান আবার কিছু মৌলিক বিষয়ের ওপর প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে। যেমন-ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ধারণা, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, অনুকরণপ্রিয়তা, রুচিবোধের পরিবর্তন, নেতৃবৃন্দের সক্রিয় ভূমিকা ইত্যাদির মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলো সামাজিক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা: ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধারণা বা আত্মকেন্দ্রিক মনোভাব সমাজব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বর্তমান থাকে। এ মনোভাব বা মানসিকতা সমাজজীবনে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে এবং বাস্তবে করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যৌথ পরিবার ব্যবস্থার পরিবর্তে স্বামী-স্ত্রীর একক পরিবার ব্যবস্থার আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করা যায়।

মানুষের মনোভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য সামাজিক পরিবর্তন: সমাজবদ্ধ মানুষের মূল্যবোধ, নীতিজ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি কালের বিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। এ পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রেখে সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সনাতন হিন্দু সমাজে আগেকার দিনে সতীদাহ, গঙ্গায় শিশু সন্তান বিসর্জন, কৌলীন্য প্রথা প্রভৃতি বহুভাবে প্রচলিত ছিল।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

মনস্তাত্ত্বিক উপাদানের প্রভাব

রুচিবোধের পরিবর্তন: নতুনের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরন্তন। আর এ কারণেই পরিবর্তনের সূত্রপাত। মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তনের সূত্রপাত। মানুষের রুচিবোধের পরিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। যেমন-পোশাক-পরিচ্ছদ, আদব-কায়দা প্রভৃতি জীবনধারার কোনো ক্ষেত্রে অভিনব কোনো ফ্যাশনের আবির্ভাব ঘটলে সমাজজীবনে প্রচলিত পুরাতন অবস্থার অবসান বা পরিবর্তন ঘটে।

রাজনৈতিক নেতাদের সক্রিয় ভূমিকা: প্রতিটি দেশে রাজনৈতিক নেতাদের পাশাপাশি এক বা একাধিক দেশহিতৈষী সক্রিয় সমাজসংস্কারক বা প্রাতঃস্মরণীয় ও দেশবরেণ্য মানুষ থাকে। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের ভূমিকা গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। এ রকম জননায়কদের উপদেশ-নির্দেশ, আবেদন-নিবেদন দেশবাসীকে নতুন পথের সন্ধান দেয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মহাত্মা গান্ধী, স্বামী বিবেকানন্দ, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রাজা রামমোহন রায়, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।

সামাজিক পরিবর্তনের উপাদানসমূহের প্রভাব

অর্থনৈতিক উপাদানের প্রভাব

অর্থনীতি হচ্ছে যেকোনো সমাজের মূল চালিকাশক্তি। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিবর্তন বা সামাজিক সংস্কার সাধনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব বিরোধ বিতর্কের ঊর্ধ্বে। অর্থব্যবস্থা হলো সমাজব্যবস্থার অন্যতম সংগঠন। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উপাদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনস্বীকার্য। জীবনধারা ও মানসিকতার ওপর অর্থনীতির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

জীবনধারা ও মানসিকতার ওপর প্রভাব: সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর ও অর্থনৈতিক উপাদানের নিয়ন্ত্রণমূলক প্রভাব প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। মানবসমাজের বিভিন্ন স্তরে সক্রিয়ভাবে বর্তমান থাকে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব। যার ফলে প্রভাবিত হয় সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের আদর্শ-উদ্দেশ্য, মনোভাব, মূল্যবোধ- সংক্ষেপে সমগ্র জীবনাদর্শ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার প্রভাব-প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আধুনিক শিল্পভিত্তিক সমাজের অধিবাসীদের জীবনধারা এবং কৃষিজীবী উপজাতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের জীবনধারা অভিন্ন নয়।

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজের বিভিন্ন উপাদান সক্রিয় ভূমিকা রাখে। সামাজিক পরিবর্তন সমাজের কোনো নির্দিষ্ট একটি উপাদানের প্রভাবে সংঘটিত হয় না। সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে সমাজের বিভিন্ন উপাদান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৬ সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক ভাব

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

মানবসমাজ একদিনে সৃষ্টি হয়নি। এটি সুদীর্ঘকালের নিরবচ্ছিন্ন ক্রমবিকাশের ফলশ্রুতি। সমাজবিজ্ঞানিগণ সমাজের এ বিকাশকে বিভিন্ন প্রত্যয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। যেমন- সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি, উন্নয়ন ইত্যাদি। এ প্রত্যয় চারটি সমাজবিজ্ঞানের প্রারম্ভিক তত্ত্বসমূহে কখনো বিচ্ছিন্নভাবে আবার কখনো একত্রে আলোচিত হয়েছে। তবে প্রত্যয়গুলোর একটি আরেকটির সাথে বিভিন্নভাবে সম্পর্কযুক্ত। প্রত্যয়গুলোর মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনার পূর্বে এগুলো সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ ধারণা থাকতে হবে। সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কে আমরা পূর্বেই জেনেছি। সামাজিক বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

বিবর্তন

'বিবর্তন' শব্দটির প্রবক্তা হচ্ছেন Charles Darwin। তবে এ ধারণাটি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন সমাজবিজ্ঞানী Vonbaer।

পরবর্তীতে এ ধারণা জীববিজ্ঞানী ডারউইন, সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেন্সার ও অন্যদের মাধ্যমে বিকশিত হয়। 'বিবর্তন' শব্দটির ইংরেজি হচ্ছে Evolution। এটি ল্যাটিন শব্দ Evolvere থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে বিকাশ সাধন বা উন্মোচন। বিবর্তন সম্পর্কে মরিস জিন্সবার্গ (M. Ginsberg) বলেন, "আমরা যদি বিবর্তনমূলক পরিবর্তনের কথা বলি তবে বলতে হয়; সে বিবর্তন হলো একটি ধারায় বিভিন্ন শাখায় বিস্তৃত হওয়া যে শাখাগুলো আবার অনির্দিষ্টভাবে বিভিন্ন প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে।" বিবর্তন সম্পর্কে জিন্সবার্গ আরও বলেন, "বিবর্তন এমন এক প্রক্রিয়া যা শেষ পর্যন্ত নতুন কিছু উৎপাদন করে কিন্তু যার পরিবর্তনের মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা আছে।"

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) সমাজ পরিবর্তনে বিবর্তনমূলক তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। তিনি মূলত তিন ধরনের বিবর্তনের কথা বলেছেন। যথা- ১. জৈব বিবর্তন, ২. অজৈব বিবর্তন এবং ৩. অতিজৈব বিবর্তন।

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

বিবর্তন

স্পেন্সারের মতে, জৈব বিবর্তন হচ্ছে জীবজগতের বিবর্তন। জড়জগতের বিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনকে তিনি যথাক্রমে অজৈব বিবর্তন ও অতিজৈব বিবর্তন বলেছেন।

হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) তার !Social Statics ও Principles of Sociology' গ্রন্থে বলেন, সমাজ সহজ-সরল অবস্থা হতে জটিল অবস্থায় বিবর্তিত হয়েছে। বিবর্তন ধীরগতিসম্পন্ন তবে তা বাধাবন্ধনহীন ক্রমধারায় এগিয়ে চলে।

বিবর্তনের ধারায় সমাজ একটি ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানের দিকে অগ্রসর হয়।

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

বিবর্তন

Robertson তার 'Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Evolution is the process by which societies are becoming more complex, usually as a rersult of more efficient technologies for exploiting the environment." (1980: 563) অর্থাৎ, বিবর্তন হলো অধিকতর উন্নত প্রযুক্তি দ্বারা পরিবেশকে কাজে লাগানো। তিনি আরও বলেন, Biological Evolution বলতে এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে যেখানে বিভিন্ন জীব বা প্রাণী পরিবেশের সঙ্গে খাপ খেয়ে জীবন নির্বাহ করে।

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই. বি. টেইলর (E. B. Tylor) তার 'Primitive Culture' নামক গ্রন্থে বলেন, By long experience of the course of human society, the principle of development in culture has become so in grained in our philosophy that ethnologist of whatever school hardly doubt but that whats by progress or degradation savagery and civilization are connected as lower and higher stages of one formation.

আমেরিকান সামাজিক নৃবিজ্ঞানী লুইস হেনরি মর্গান সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন পরিবর্তিত ধাপগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত-করেছে। যথা: প্রথম ধাপ- বন্যদশা, দ্বিতীয় ধাপ- বর্বরতা এবং তৃতীয় ধাপ- সভ্যতা।

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

বিবর্তন

William P. Scott তার 'Dictionary of Sociology' গ্রন্থে বলেন, "Evolution is the theory that all exising forms of plants and animal life developed gradually from earlier and generall simple forms through a long series of small charges." অর্থাৎ বিবর্তন হচ্ছে এমন একটি তত্ত্বের নাম যা এ ধারণা দেয় যে, উদ্ভিদ বা প্রাণীর জীবন একটি সহজ-সরল অবস্থা থেকে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে ছোটখাটো পরিবর্তন অতিক্রম করে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver)-এর মতে, "যার মাধ্যমে কোনো উপাদানের মধ্যে সুপ্তাবস্থায় বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটে।" অর্থাৎ বিবর্তন হচ্ছে অপরিকল্পিত ও অসচেতন স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া।

চার্লস ডারউইন জীবজগতের বিকাশকে বিবর্তন বলেছেন। তিনি ১৮৫৮ সালে তার 'The Origin of Species' গ্রন্থে বলেন, "জড়জগতে প্রথম এককোষবিশিষ্ট প্রাণীর সৃষ্টি হয় এবং বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ধীরে ধীরে দ্বিকোষ এবং বহুকোষ বিশিষ্ট প্রাণীর উদ্ভব ঘটে।"

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

বিবর্তন

সমাজতত্ত্ববিদ অগবার্ন (Ogburn) তার 'Social Change' গ্রন্থে যদিও সামাজিক বিবর্তন ধারণাটিকে সরাসরি অস্বীকার করেননি, কিন্তু সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন সংক্রান্ত আইন বের করার প্রচেষ্টা তেমন স্পষ্ট ফলপ্রসূ হয়নি বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

বিবর্তন হচ্ছে বিভিন্ন বিষয়ের ধারাবাহিক পরিবর্তন যা সরল থেকে জটিল, সমসাত্ত্বিক থেকে বিষমসাত্ত্বিক অবস্থায় উপনীত হয়। আর সামাজিক বিবর্তন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষের আচার-ব্যবহার, সামাজিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, রীতিনীতি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আচার-অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সরল অবস্থা থেকে ধীর পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে জটিল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

প্রগতি

'প্রগতি' প্রত্যয়টি বিবর্তন থেকে একটু ভিন্ন। প্রগতির ইংরেজি হচ্ছে Progress। এটি ল্যাটিন শব্দ Pro-gredio থেকে এসেছে। যার অর্থ হচ্ছে সামনে চলা। অর্থাৎ কোনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলা বা অগ্রসর হওয়াকে প্রগতি বলে। সমাজবিজ্ঞানী জিন্সবার্গ (Ginsberg)-এর মতে, প্রগতি হচ্ছে এমন একদিকে উন্নতি বা বিবর্তন যা কোনো আদর্শ ও মূল্যের বিচারসিদ্ধ মানকে পূরণ করে।

প্রগতিকে শনাক্ত করতে দুটি বিষয়ের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। যথা- লক্ষ্যের স্বরূপ এবং লক্ষ্য ও বস্তুর দূরত্ব। অগাস্ট কোঁৎ মানব চিন্তার ক্রমরূপান্তরকে প্রগতি বলেছেন। তার মতে, প্রগতি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির ওপর নির্ভরশীল। তিনি এ বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির ৩টি স্তর চিহ্নিত করেছেন। যথা-

ক. ধর্মকেন্দ্রিক স্তর (Theological stage),

খ. অধিবিদ্যাগত স্তর (Metaphysical stage) এবং

গ. বিজ্ঞানভিত্তিক স্তর (Scientific stage) |

ম্যাকাইভার (MacIver)-এর মতে, "আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে মানবীয় প্রয়াসের ইতিবাচক পরিবর্তন হলো প্রগতি।"

William P. Scott তার 'Dictionary of Sociology' গ্রন্থে বলেন, 'Social progress means social change of a desirable nature.' অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত বা বাঞ্ছিত পরিবর্তনই সামাজিক প্রগতি।

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

প্রগতি

সমাজবিজ্ঞানী এল. টি হবহাউজ (Hobhouse) তার 'Social Development (1924)' গ্রন্থে বলেন, "Progress consists in the realization of an ethical order."

অর্থাৎ নৈতিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকীকরণ অগ্রগতি হলো প্রগতি। তিনি আরও বলেন, সমাজ প্রগতির সাথে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যগুলো হলো-

পরিমাপক (Scale), দক্ষতা (Efficiency), স্বাধীনতা (Freedom) এবং বিনিময় (Matuality) Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English এ Progress-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে 'Forward or onward movement' অর্থাৎ সামনের দিকে চলার নামই প্রগতি। অন্যকথায় এগিয়ে যাওয়ার নামই প্রগতি। এ এগিয়ে যাওয়া বলতে সমাজবাসীর ইপ্সিত ধারায় এগিয়ে যাওয়াকেই বোঝায়। সঙ্গে প্রগতি ও উন্নয়নের কিঞ্চিৎ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। কেননা বিবর্তন একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যা প্রাকৃতিক নিয়মে সংঘটিত হয়। অন্যদিকে প্রগতি ও উন্নয়নের জন্য মানুষের জ্ঞান, শ্রম, সময় ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। ফলে প্রগতি ও উন্নয়ন পরিমাপ করা সম্ভব।

প্রগতি

এল, টি হবহাউজ (Hobhouse) তার 'Social Development (1924)' গ্রন্থে উন্নয়নের চারটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন। যথা-

মাত্রা বা আয়তনগত বৃদ্ধি, দক্ষতা বৃদ্ধি, পারস্পরিকতার সম্প্রসারণ এবং স্বাধীনতা। বটোমোর উন্নতি প্রত্যয়টিতে দুটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন। যথা- ক. জ্ঞানের বিকাশ এবং খ. কারিগর ও অর্থনৈতিক দক্ষতার মাধ্যমে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণকল্পে মানুষের জ্ঞানের বিকাশ।

সুতরাং সামাজিক প্রগতি বলতে আমরা বুঝি কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভিমুখে সমাজের অগ্রগমন ও ক্রমোন্নতি। এটি অনুন্নত বা উন্নত পর্যায় থেকে উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হওয়ার একটি প্রক্রিয়া।

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

উন্নয়ন

সমাজবিজ্ঞানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হচ্ছে উন্নয়ন। কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী প্রগতি ও উন্নয়ন একই অর্থ প্রকাশ করে বলে মত দিয়েছেন। Oxford English Dictionary-তেও বিবর্তন ও উন্নয়নের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। ওই অভিধান অনুসারে উন্নয়ন হচ্ছে a 'gradual unfolding' বা ক্রম উন্মোচন বা ক্রমে ভাঁজ খোলা বা ক্রমবিকাশ। অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারিতে Develop অর্থ become or make more mature and ranced or orgnized বলা হয়েছে। Development অর্থে ভূমি উন্নয়ন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। উন্নয়ন একটি বহুমাত্রিক শব্দ। সমাজবিজ্ঞানিগণ অর্থনৈতিক সীমানার বাইরে এসে উন্নয়নের সামাজিক উপাদানগুলো যেমন মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, মাথাপিছু শক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার, শিক্ষা, কৃষি, ব্যবসায়, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদিকে তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন। সমাজের সার্বিক বিকাশ ও প্রগতিকে বোঝানোর জন্য উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকগণ শিল্পায়িত সমাজ ও গ্রামীণ কৃষি সমাজের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার জন্য ও আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়াকে বোঝানোর জন্য উন্নয়ন প্রত্যয়টি ব্যবহার করেন।

উন্নয়ন

উন্নয়ন তাত্ত্বিক 'ডাডলি সিয়ার্স' মনে করেন, কোনো দেশের উন্নয়ন জানতে হলে কতকগুলো প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে। যথা-

ক. দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে কী ঘটছে (What has been happening to poverty)?

খ. কর্মক্ষেত্রে কী ঘটছে (What has been happening to employment)?

গ. অসমতার কী ঘটছে (What has been happening to inequality)?

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

উন্নয়ন

সমাজবিজ্ঞানী টি. বি বটোমোর (T. B Bottomore)-এর মতে, "The term development is however no more precise than the term Evaluation in it application to social phenomena. তিনি আরও বলেন, সামাজিক পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বর্ণনায় উন্নয়ন শব্দটি বিবর্তনের থেকে বেশি সুনির্দিষ্ট নয়।

হার্বার্ট স্পেন্সার বিবর্তন ও প্রগতিকে এক হিসেবে বিবেচনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রগতি ও উন্নয়ন ধারণা দুটি প্রায় সমার্থক। কিন্তু বিবর্তনের সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে জাতিসংঘের (UNO) উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত হয় সামাজিক উন্নয়ন সম্মেলন (World Summit for Social Development 1995)। এ সম্মেলনে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল সামাজিক উন্নয়নকে বৃহত্তর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্থায়িত্বের জন্য অপরিহার্য এক সমন্বিত প্রচেষ্টা, জনগণের সামাজিক প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে জনগণকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় সক্ষমতা অর্জন করাকে বুঝিয়েছেন।

উন্নয়ন

(Social development, as a commitment to pull people at the centre of development and international co-operation with the goal of satisfying social needs as integral part of efforts for greater national and international stability.)

অর্থনীতিবিদ টোডারো উন্নয়নের জন্য তিনটি মৌলিক উপাদানের কথা উল্লেখ করেন। তা হলো-

উন্নয়ন = আত্মজীবিকা নির্বাহ + আত্মসম্মান + অধীনতা থেকে মুক্তি

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে উন্নয়নের বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক

সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়ন পাশাপাশি সম্পর্কযুক্ত। তথাপি সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে উন্নয়নের ওপর। কারণ উন্নয়নের ফলেই সামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় কিন্তু সামাজিক পরিবর্তনের ফলে উন্নয়ন না ঘটে অবনতিও ঘটতে পারে। সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন উন্নয়নের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। নিচে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সামাজিক উন্নয়নের বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক আলোচনা করা হলো-

১. সামাজিক পরিবর্তন বলতে কোনো সমাজের পুনর্গঠন বা রূপান্তর অবস্থাকে বোঝায়। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়ন বলতে কোনো সমাজের অপেক্ষাকৃত উন্নততর অবস্থাকে বোঝায়।

২. সামাজিক পরিবর্তনের ধারা সমাজকাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়ন সমাজ বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত।

৩.সামাজিক পরিবর্তন সমাজকাঠামো পরিবর্তনের বিশেষ ফল। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফল।

৪. সামাজিক পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত হতে পারে। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়ন আশানুরূপ নাও হতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে উন্নয়নের বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক

৫. কোনো ব্যক্তি বা দলের ইচ্ছার ওপর সামাজিক পরিবর্তন নির্ভর করে না। অন্যদিকে, কোনো ব্যক্তি বা দলের ইচ্ছার ওপর অনেকাংশে সামাজিক উন্নয়ন নির্ভর করে।

৬. সামাজিক পরিবর্তন অতীত সমাজকে বর্তমান সমাজের ভিত্তিদান করে। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়ন বর্তমান সমাজের উন্নয়নমূলক বা কল্যাণমূলক ভিত্তিদান করে।

৭. সামাজিক পরিবর্তন খুব সহজে মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্যদিকে, যেকোনো পর্যায়ের সামাজিক উন্নয়ন মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়।

৮. সামাজিক পরিবর্তন সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি হয়। অন্যদিকে, সামাজিক উন্নয়ন কখনো দীর্ঘমেয়াদি আবার কখনো স্বল্পমেয়াদি হতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক

সামাজিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিবর্তনের বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক নিচে আলোচনা করা হলো-

১. সামাজিক পরিবর্তন বলতে সামাজিক পুনর্গঠন বা রূপান্তরকে বোঝায়। 'পরিবর্তন' শব্দটি উৎপত্তিমূলক নয়, এটি হচ্ছে রূপান্তরমূলক। একটি বিশেষ রূপ থেকে অন্যরূপ ধারণ করাকেই সামাজিক পরিবর্তন বলে। অন্যদিকে, বিবর্তন হচ্ছে জৈবিক তত্ত্বে ব্যবহৃত একটি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন সাধন। অর্থাৎ একটি বিশেষ স্তর থেকে বস্তু যখন ক্রমান্বয়ে বিকাশের দিকে অগ্রসর হয় এবং ওই বস্তুর বিকশিত রূপ পরিপক্ব হয়, তখন তাকে বিবর্তন বলে।

২. সামাজিক পরিবর্তন হলো সমাজকাঠামোর স্বাভাবিক রূপান্তর। এ রূপান্তর কখনো স্থায়ী আবার কখনো অস্থায়ী হয়ে থাকে। অন্যদিকে, সামাজিক বিবর্তন হলো বস্তু বা সমাজের জটিলতর স্তর। বিবর্তন যখন ঘটে তখন তা স্থায়িভাবেই ঘটে থাকে।

৩. সমাজব্যবস্থার যেকোনো পরিবর্তনকে সামাজিক পরিবর্তন বলা যায় না। কারণ সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সম্পূর্ণরূপে গঠনমূলক প্রক্রিয়া। অন্যদিকে, বিবর্তন হলো সামাজিক কাঠামোর জটিল প্রক্রিয়ার আবির্ভাব। এর জন্য সময়ের প্রয়োজন হয়। বিবর্তন কখনো রাতারাতি সম্ভব নয়।

সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের বৈসাদৃশ্যমূলক সম্পর্ক

৪. সমাজ পরিবর্তন তত্ত্বগুলোর মধ্যে ক্রিয়াবাদী তত্ত্বটি অন্যতম। ক্রিয়াবাদ সমাজ পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক ধারায় স্তরে স্তরে বা পর্যায়ে পর্যায়ে বিশ্লেষণ করে না। ক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সমাজকে জানতে ও বুঝতে হলে সমাজের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও কার্যাবলি অনুধাবন করতে হয়। অন্যদিকে, সমাজ বিবর্তনের ক্রিয়াবাদী তত্ত্বটি ডারউইনের জাত বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা এবং পরিস্থিতির মোকাবিলা নামক পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৫. সামাজিক পরিবর্তন কখনো বাহ্যিক বা বস্তুগত আবার কখনো অভ্যন্তরীণ বা অবস্তুগত হতে পারে। সামাজিক বিবর্তন হবে বাহ্যিক তথা বস্তুগত।

৬. সমাজের বিশেষ রূপ দেওয়াকে সামাজিক পরিবর্তন বলে। অন্যদিকে, একেবারে আমূল পরিবর্তন হলো বিবর্তন।

৭. সামাজিক পরিবর্তন যেকোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে হঠাৎ সৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে, সামাজিক বিবর্তন ক্রমাগতভাবে একটি অবস্থা থেকে আর একটি অবস্থায় পরিবর্তন হয়ে সৃষ্টি হয়।

পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

আপাতদৃষ্টিতে সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়ন একই মনে হলেও এদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। সামাজিক প্রগতি, সামাজিক বিবর্তন বা সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি সবসময় সামাজিক পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। কিন্তু সামাজিক পরিবর্তন সবসময় সামাজিক প্রগতি, সামাজিক বিবর্তন বা উন্নয়ন নাও হতে পারে।

সামাজিক পরিবর্তন হচ্ছে সমাজের একস্তর থেকে অন্যস্তরে রূপান্তরিত হওয়া। এ পরিবর্তন ইতিবাচক বা নেতিবাচক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। কখনো কোনো সমাজ কোনো ক্ষেত্রে উন্নতির দিকে এগিয়ে যায় আবার কখনো কোনো সমাজ কোনো ক্ষেত্রে নিম্নগামী হয়। কখনো কোনো সমাজে নতুন কিছুর আবির্ভাব ঘটে আবার কখনো পুরাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আবার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পরিবর্তন সাধন করাই প্রগতি। আর সামাজিক প্রগতি হলো কোনো নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের অভিমুখে সমাজের অগ্রগমন ও ক্রমোন্নতি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সমাজের কুসংস্কার, অশিক্ষা, দরিদ্রতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ইত্যাদি দূরীভূত করে, সমাজের প্রাচীন চিন্তাচেতনা, নীতি ও বিশ্বাসকে পাল্টে দিয়ে প্রযুক্তিভিত্তিক জ্ঞান অর্জন ও বাস্তবজীবনে তার প্রয়োগের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই হচ্ছে প্রগতি। বিবর্তনও একধরনের পরিবর্তন। তবে এ পরিবর্তন মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়া সক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়। এ পরিবর্তনের পিছনে কোনো কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য থাকে না।

পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

L. T. Hobhouse-এর মতে, "যেকোনো ধরনের বৃদ্ধি হচ্ছে বিবর্তন আর মানুষের কাঙ্ক্ষিত মূল্যবোধের সাথে সংগতিপূর্ণ পরিবর্তনই হচ্ছে প্রগতি।"

আধুনিক সমাজতাত্ত্বিকগণ উন্নয়ন শব্দটি ব্যবহার করেছেন সমাজের সার্বিক বিকাশ ও প্রগতিকে বোঝানোর জন্য। উন্নয়ন হচ্ছে পরিবর্তনের ফল। উন্নয়নের ফলে সামগ্রিক আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে একটা গুণগত পরিবর্তন আসে যা আধুনিকতার বিকাশ ঘটায়।

সুতরাং সামাজিক পরিবর্তন, প্রগতি, বিবর্তন ও উন্নয়ন নামক প্রত্যয়গুলো দেখতে সমার্থক মনে হলেও এদের মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। তবে এ প্রত্যয়গুলো একটি আরেকটির দ্বারা প্রভাবিত হয়।

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের পার্থক্য

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি ও উন্নয়ন প্রত্যয়গুলোর মধ্যে অনেকগুলো পার্থক্য রয়েছে। নিচে ছকের সাহায্যে এসব পার্থক্য তুলে ধরা হলো–

সামাজিক পরিবর্তন	সামাজিক বিবর্তন	সামাজিক প্রগতি	সামাজিক উন্নয়ন
সামাজিক পরিবর্তন বলতে সমাজের পুনর্গঠন বা রূপান্তর অবস্থাকে বোঝায়।	সামাজিক বিবর্তন বলতে কোনো সমাজ বা বস্তুর ক্রমান্বয়ে বিকাশের দিকে অগ্রসর হওয়াকে বোঝায়।	সামাজিক প্রগতি বলতে কোনো সমাজের আশানুরূপ পরিবর্তন হওয়াকে বোঝায়।	সামাজিক উন্নয়ন বলতে কোনো সমাজের অপেক্ষাকৃত উন্নতর অবস্থাকে বোঝায়।
সামাজিক পরিবর্তনের ধারা সমাজ কাঠামোর সাথে সম্পৃক্ত।	সামাজিক বিবর্তনের ধারা সামাজিক বিকাশের সাথে সম্পৃক্ত।	সামাজিক প্রগতি সমাজের সদস্যদের চাহিদা ও নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত।	সামাজিক উন্নয়ন সমাজ বাস্তবতার সাথে সম্পৃক্ত।
সামাজিক পরিবর্তন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছাধীন নয়।	বিবর্তন ব্যক্তি বা দল বা সমাজের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না।	সামাজিক প্রগতি উন্নত চিন্তাধারা বা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর নির্ভরশীল।	সামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে।
সামাজিক পরিবর্তন সমাজ কাঠামো পরিবর্তনের ফল।	সামাজিক বিবর্তন প্রাকৃতিক ক্রমবিবর্তনের ফল।	সামাজিক প্রগতি সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের চূড়ান্ত ফল।	সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফল।

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের সম্পর্ক

সামাজিক পরিবর্তন, বিবর্তন, প্রগতি এবং উন্নয়নের পার্থক্য

সামাজিক পরিবর্তন অতীত সমাজকে বর্তমান সমাজের ভিত্তি দান করে।	বিবর্তন সমাজকাঠামোতে এক জটিল রূপদান করে।	অতীত সমাজের ওপর যে নতুন ভিত্তি গড়ে ওঠে তার সবই প্রগতির অবদান।	সামাজিক উন্নয়ন বর্তমান সমাজের উন্নয়নমূলক বা কল্যাণমূলক ভিত্তি দান করে।
সামাজিক পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদি।	সামাজিক বিবর্তন দীর্ঘমেয়াদি।	সামাজিক প্রগতি স্বল্পমেয়াদি।	সামাজিক উন্নয়ন কখনো দীর্ঘমেয়াদি আবার কখনো স্বল্পমেয়াদি।
সামাজিক পরিবর্তন কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত হতে পারে।	সামাজিক বিবর্তন সাধারণত কাঙ্ক্ষিত হয়ে থাকে।	সামাজিক প্রগতি সমাজের আশানুরূপ পরিবর্তন।	সামাজিক উন্নয়ন আশানুরূপ নাও হতে পারে।
সামাজিক পরিবর্তন খুব সহজে মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না।	খুব ধীরগতিসম্পন্ন বলে সহজে মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় না।	প্রগতি খুব সহজেই মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়।	যেকোনো ধরনের উন্নয়ন মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজবিজ্ঞান ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – বিচ্যুতিমূলক আচরণ এবং অপরাধ

টপিক – ০৭ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সজল সাহেব দীর্ঘদিন প্রবাসে ছিলেন। দেশে ফিরে লক্ষ করেন তাদের গ্রাম আগের মতো নেই। গ্রামে বিদ্যুৎ এসেছে। গ্রামের প্রতিটি ঘরে টেলিভিশন, বৈদ্যুতিক পাখা, লোকের হাতে হাতে মোবাইল। গ্রামের লোকদের ফসল আবাদ করতে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। উন্নত পানির পাম্প, স্যালো মেশিন বসানো হয়েছে। তিনি মনে করেন, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে এমনটি ঘটেছে।

ক. প্রগতি কী?

খ. উন্নয়ন বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে সমাজবিজ্ঞানের কোন প্রত্যয়টির ইঙ্গিত পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকের বর্ণনায় উক্ত প্রত্যয়টির তুমি কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করেছ, তা বিশ্লেষণ কর।

[চা. বো. '২১; রা. বো. '২১; কু. বো. '২১; ব. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

ক. দল কী?

খ. বয়স বৈষম্য বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকের চিত্রটি কী তত্ত্ব নামে পরিচিত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উক্ত তত্ত্বটি কতটা কার্যকর? বিশ্লেষণ কর।

[চা. বো. '২১; রা. বো. '২১; কু. বো. '২১; ব. বো. '২১; দি. বো. '২১; ম. বো. '২১]

THANK YOU